অনুশীলনের প্রশ্নাবলী ও উত্তর

---

১. 'হারিয়ে যাওয়া কালিকলম' প্রবন্ধে লেখক যে প্রবাদ প্রবচন ও লোকবিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন তার বিবরণ দাও।

উত্তর--পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত প্রবাদ ও লোকবিশ্বাস---

প্রবাদ--

১)কালি কলম মন লেখে তিন জন।

২) "কালি নেই কলম নেই বলে আমি মুনশি"

৩)"তিল ত্রিফলা সিমূলছালা/ছাগদুগ্ধে করি মেলা/লৌহপাত্রে লোহায় ঘষি/ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি"।

৪) কলমে কায়স্থ চিনি গোঁফেতে রাজপুত।

৫) কালির অক্ষর নাই কো পেটে/চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।

লোকবিশ্বাস---

"গরুকে অক্ষর খাওয়ানো পাপ"

২. 'সোনার দোয়াত কলম যে সত্যই হতো; তা জেনেছিলাম সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে।' — সুভো ঠাকুর কে? সোনার দোয়াত কলমের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে ? এছাড়া আর কীসের কীসের দোয়াত হতো ? দোয়াতের সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্রের যোগসূত্র কী ?

উত্তর---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর --সুভো ঠাকুর নামে পরিচিত। ঠাকুরবাড়ির "কালাপাহাড়" নামে পরিচিত এই ব্যতিক্রমী প্রতিভার বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন ধরনের দোয়াত সঞ্চয়ের বিবরণ আমরা পাঠ্যাংশে পেয়েছি।

আগেকার দিনে প্রবীণেরা গ্রামের "দু'একটা পাশ" দেওয়া ছাত্রকে উন্নততর জীবনের জন্য আশীর্বাদ প্রসঙ্গে বলতেন "তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক"।

সোনা ছাড়াও মাটি,কাচ,কাট গ্লাস,পোর্সেলিন,শ্বেতপাথর,পিতল, ব্রোঞ্জের ও ভেড়ার শিঙের দোয়াত দেখা যেত।

বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবি-সাহিত্যিকদের(যথাক্রমে--কালিদাস,ভবভূতি,কাশীরাম,কৃত্তিবাস রবীন্দ্রনাথ এবং শেকসপিয়ার ,দান্তে,মিল্টন)সকলেই দোয়াত-কলমে লিখে ইতিহাসখ্যাত হয়েছেন---এইটিই আলোচ্য যোগসূত্র।

৩. 'ফাউন্টেন পেনের এক বিপদ, তা লেখককে নেশাগ্রস্ত করে।' — রকমারি ফাউন্টেন পেনের নামগুলি কী কী ? ফাউন্টেন পেন যে লেখককে নেশাগ্রস্ত করে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর--- পাঠ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত রকমারি ফাউন্টেন পেন--

পার্কার, শেফার্ড,ওয়াটারম্যান, সোয়ান,পাইলট।

ফাউন্টেন পেনের নেশাগ্রস্ত করার উদাহরণ পাই লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দুই ডজন কলম সংগ্রহের ঘটনা থেকে।একই নেশা ছিল কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও।

৪. 'আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই।' — কেমন ভাবে কালি তৈরি হতো, নিজের ভাষায় লেখো।

উত্তর---"হারিয়ে যাওয়া কালি কলম " প্রবন্ধে শ্রীপান্থ বিবৃত কালি তৈরির পদ্ধতিটি নিম্নরূপ--

কাঠের উনুনের জ্বালে জমা কড়াইয়ের নীচের কালি লাউপাতা দিয়ে ঘষে তুলে পাথরের বাটিতে রাখা জলে গোলানো হত।হরিতকী ঘষে বা আতপচাল ভেজে পুড়িয়ে তা বেটে ওতে মিশিয়ে একটা লোহার খুন্তি ছ্যাঁকা দিয়ে ন্যাকড়ায় ছেঁকে দোয়াতে ঢেলে তৈরি হত কালি ।